দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 JUL 1994 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

৫০ হাজার শিশু সুযোগ বঞ্চিত

মুন্সীগঞ্জ জেলায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

মুন্সীগঞ্জ সংবাদদাতা ।। শিক্ষক স্বল্পতা, স্কুল ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা, শিক্ষা উপকরণের অভাব, চেয়ার-টেবিলসহ আসবাবপত্রের অভাব ইত্যাদি কারণে মুন্সীগঞ্জ জেলার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মুন্সীগঞ্জ জেলায় ৫০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। জেলার ৬টি থানার মোট ৫৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০৪টি সরকারী- ২৪টি রেজিষ্ট্রিকৃত এবং ৩১টি অরেজিষ্ট্রিকৃত বিদ্যালয় আছে। এছাড়া এনজিও পরিচালিত প্রায় ৭৫টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র রহিয়াছে।

শিক্ষক স্বল্পতা এই জেলার শিক্ষা কার্যক্রমকে মারাত্মক ব্যাহত করিতেছে। বিশেষ করিয়া লৌহজং, শ্রীনগর ও সিরাজদিখান থানায় শিক্ষক সংখ্যা অত্যন্ত কম। ৪০টি প্রধান শিক্ষকের পদ এবং ৬৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য। গত ৭ বৎসর যাবৎ জেলার শিক্ষা অফিসার নেই। এছাড়া ৩ জন সহকারী শিক্ষা অফিসারের পদও শূন্য। এই জেলায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা প্রায় সোয়া ২ লক্ষ। তাহাদের মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছে ১লক্ষ ৭৫ হাজার। এদিকে বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শ্রেণী কক্ষের অভাব প্রকট। অনেক স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের গাছতলায় ক্লাস করিতে হয়। বেশ কিছু স্কুল ভবনের অবস্থা জরাজীর্ণ। সামান্য বৃষ্টিতেই স্কুলে ছুটি দেওয়া হয়। গত বৎসর মে মাসের ঝড়ে মুন্সীগঞ্জ জেলার ৬টি বিদ্যালয় সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু অদ্যাবধি স্কুলগুলি মেরামতের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই।

এদিকে মুন্সীগঞ্জ জেলার ৭৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নলকূপ নাই এবং ৪৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নলকূপ দীর্ঘদিন যাবৎ নষ্ট হইয়া আছে। ফলে শিশুদের বিশুদ্ধ

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

মুন্সিগঞ্জ জেলায়

(৩য় পৃঃ পর)

খাবার পানি খাওয়ার ব্যবস্থা নাই।

অপর এক জরিপে দেখা যায়, জেলার৫৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১১২টি বিদ্যালয়ে টয়লেট নাই। মাত্র ২৬৮টি বিদ্যালয়ে পাকা টয়লেট রহিয়াছে। বাকী ১৭৯টি বিদ্যালয়ে ঝুলন্ত টয়লেট রহিয়াছে। যা কোনক্রমেই স্বাস্থ্য-সম্মত নয়।

শিক্ষার জন্য খাদ্যকর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে মুন্সীগঞ্জ জেলার প্রকল্পাঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও শিক্ষকদের সরাসরি খাদ্যশস্য বিতরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্তিকরণের ফলে বিদ্যালয়গুলিতে স্বাভাবিক পাঠদান প্রক্রিয়া অনেকাংশে ব্যাহত হইতেছে। শিক্ষকদের উপর গম বিতরণ ও মওজুদ করিবার দায়িত্ব থাকায় এ-ব্যাপারে অধিকতর সময় ব্যস্ত থাকিবার কারণে এবং শ্রেণীকক্ষে গম মওজুদ করিবার ফলে স্থান সংকুলানের অভাবে পাঠদানে পরিবেশ বিঘ্নিত হইতেছে।